ঘুষের রেকর্ড ফাঁসের জেরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উল্টো মানহানির মামলা, প্রধান সাক্ষী অভিযুক্ত উপাচার্য

হাবিপ্রবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ০০:১০, ৭ অক্টোবর ২০২৫; আপডেট: ০০:১৩, ৭ অক্টোবর ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) উপাচার্যের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের কল রেকর্ড প্রকাশের পর এবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উল্টো মানহানির মামলা করেছে। মামলায় প্রধান সাক্ষী হিসেবে রয়েছেন অভিযুক্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা।

সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. আবু হাসান বাদী হয়ে দিনাজপুরের আদালতে এই মামলা দায়ের করেন। মামলায়

আসামি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. তরিকুল ইসলাম (১ নম্বর) এবং ঢাকাস্থ গেস্ট হাউজের রিনোভেশন কাজের ঠিকাদার অনুকূল রায় (২ নম্বর)।

মামলার নথিতে বলা হয়েছে, আসামিদ্বয় “মিথ্যা ও মানহানিকর” তথ্য ছড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে, ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা ১৮ মিনিটে উপাচার্যের একান্ত সচিব মো. মহিউদ্দিন আহমেদের হোয়াটসঅ্যাপে তিনটি ভয়েস বার্তা আসে, যেখানে উপাচার্যকে উদ্দেশ্য করে “আমি দুদকে সারেন্ডার করব, ভিসি ফাঁসবে, আমি ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছি”—এমন মন্তব্য করা হয়। কথোপকথনের সময় “আমরাও আছি” বলে হাসাহাসিও করা হয়।

বাদী দাবি করেন, আসামিদ্বয় উক্ত রেকর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীর হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে এবং ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় “হাবিপ্রবি উপাচার্যের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ তোলপাড়”, “টেন্ডার অনিয়ম”, “কল রেকর্ড ফাঁস” শীর্ষক সংবাদ প্রকাশ করে উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মানহানি করেছেন। এতে তারা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৫০০/৫০৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

মামলায় ১ নম্বর সাক্ষী হিসেবে রয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. এনামউল্যা, ২ নম্বর সাক্ষী পিএস টু ভিসি মো. মহিউদ্দিন আহমেদ এবং ৩ নম্বর সাক্ষী ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. জাফর আলী।

এর আগে ১৫ সেপ্টেম্বর কোতয়ালী থানায় এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি নম্বর ১২৬৬) করা হয়েছিল। পাশাপাশি ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা গেছে, তদন্ত এখনো চলমান রয়েছে।

মানহানি মামলা ও তদন্ত কমিটির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও মামলার বাদী অধ্যাপক ড. মো. আবু হাসান বলেন, “হ্যাঁ, আমরা একটি মানহানি মামলা করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনাল বিষয়, আর আদালতের মামলা হলো এক্সটার্নাল বিষয়।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একাংশ বলছেন, যেখানে মূল অভিযোগ ছিল RFQ টেন্ডারে অনিয়ম, কাজ পরিদর্শন ছাড়াই বিল অনুমোদন এবং ঘুষ লেনদেন—সেখানে প্রশাসনের এই পদক্ষেপ “তথ্য ফাঁসকারীদের শাস্তি দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়া”। তারা প্রশ্ন তুলছেন, “তদন্ত কি দুর্নীতির, নাকি দুর্নীতির তথ্য ফাঁসের?”